



# পারকিনসনস রোগে ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশনঃ রোগীদের জন-অত-বশ-কীয় তথ্য-বলি

## চূড়ান্ত ঈর্ষা হেঁচো ঈর্ষাও ডকইনস ওঠেগেও (ডক ডক) অঙ্গগণ্ডক উঙ্গগর্গ গএষ ডক ডক?

প্রথম অক্ষয় পারকিনসন'স রোগীরা যখন তাদের ঔষধ শুরু করে, তখন সাধারণত ঔষধের কার্যক্ষমতা সারাদিন ধরে বিদ্যমান থাকে। যখনই রোগের তীব্রতা বাড়তে থাকে, তখনই রোগীরা অনুভব করে যে ঔষধের কর্মক্ষমতা পরবর্তী ডোজের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, একেই বলে “ঔষধের অপসারণতা” (Wearing off) যখনই ঔষধের ক্ষয়ক্ষতি দেখা দেয় তখনই পি ডি এর লক্ষণসমূহ যেমন হাত পা কাঁপা, ধীরগতি এবং চলাফেরায় অসুবিধা পুনরায় দেখা দিতে পারে। পুনরায় ঔষধ সেবন শুরু করলে আবারো লক্ষণসমূহের উন্নতি হয় এবং এই সুসময়কে “অন” (ON) পিরিয়ড এবং রোগের খারাপ অর্থাৎ “অফ” (OFF) পিরিয়ড বলা হয়। এই সব রোগীদের কিছু অনৈচ্ছিক নড়াচড়া (মোচড়ানো, ঘোরা) দেখা দেয় যাকে ডিসকাইনেশিয়া বলা হয়, যা বেশ পীড়াদায়ক।

## চতুর্থাৎ ঈর্ষা হেঁচো ওঠেগেও গঘটক ডক?

অফ পিরিয়ড এবং ডিসকাইনেশিয়া কমানোর জন চিকিৎসক ঔষধের সঠিক মাত্রা ও সেবনের সঠিক সময় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। যে সকল রোগীর অফ পিরিয়ড এবং ডিসকাইনেশিয়া ঔষধ পরিবর্তনের পরেও নিয়ন্ত্রণে আসে না, তাদের ক্ষেত্রে ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশন (ডি বি এস) ব-বহুত হয়। ডি বি এস এক ধরনের শৈল-চিকিৎসা যেখানে ইলেকট্রোড নামক একটি সরু এবং আবরণ যুক্ত তার মস্তিষ্কের গভীরে পৌঁছানো করা হয়। ইলেকট্রোডটিকে পরে বক্ষুলের চামড়ার নিচে রক্ষিত পেস মেকার সদৃশ একটি যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়। যন্ত্রটি মস্তিষ্কের গতিময়তা নিয়ন্ত্রণকারী অংশে বৈদ্যুতিক বার্তা পাঠায়। মস্তিষ্ক এই বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা অফ পিরিয়ড এবং ডিসকাইনেশিয়া কমাতে সহায়তা করে।

## কঠোর ডক ডক এগ গঠর্জঠওচও উঙ্গগর্গ?

যে সকল পি ডি রোগীর ঔষধের সঠিক মাত্রা ও সেবনের সঠিক সময় নির্ধারণ করার পর ঔষধের সুফলের সাথে খারাপ অফ পিরিয়ড এবং অসুবিধাজনক ডিসকাইনেশিয়া থেকে যায়, তাদের ক্ষেত্রে ডি বি এস বিকল্প হতে পারে। এই ধরনের সুযোগ-প্রার্থীদের উত্তম সামাজিক সহায়তারও প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে অযোগ্য-প্রার্থী তারাই যাদের রয়েছেঃ রক্তরম্ভিতম জনিত সমস্যা, মতিভ্রংশতা, চরম মাত্রার অবসাদহুতা এবং পি ডি রোগের অন পিরিয়ডেই হাঁটা চলায় যথেষ্ট ভারসাম্য হীনতা।

## ডক ডক এগেও জই-ডকসঠটে ওঠর্গচ উঠর্হঠই কওঠ ঘষ?

ডি বি এস সংক্রান্ত পরামর্শের জন-বিশেষায়িত নিউরো সার্জারি কেন্দ্রে যেতে হবে। অধিকাংশ ডি বি এস কেন্দ্রে যে সকল অর্থাৎ মূল্যায়ন করা হয় তা হলোঃ

- পি ডি বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিষ্ট দ্বারা মূল্যায়ন
- সি ডিআন বা এম আর আই দ্বারা মস্তিষ্কের ঐ সকল পরিবর্তন সনাক্ত করা যা সার্জারির জন-প্রতিবন্ধক হতে পারে।
- যে সার্জন ডি বি এস করবেন তার সাথে পরামর্শ করা
- মূর্তি ও চিন্তাশীলতাসহ যাবতীয় মূল্যায়ন

## এডট ডইওঠর্দ?

সাধারণতঃ ডি বি এস একটি নিরাপদ পদ্ধতি। তবে সার্জারির সময় রক্তপাত বা স্ট্রোকের মত বড় ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। উদ্দীপনা থেকেও বড় ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে (যা উদ্দীপকের বিন্যাস বদলের মাধ্যমে সীমিত করা সম্ভব)। অধিকাংশ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই মৃদু এবং সাময়িক, যেমন: ওজন বৃদ্ধি, শব্দবল্লতা, কথাবার্তার গণত মান কমে যাওয়া এবং পেসমেকার বা ইলেকট্রোডের সংক্রমন। এছাড়াও আত্মহত্যা-প্রবণতাও বৃদ্ধি পেতে পারে।

## ডক ডক এগ এও কঠর্জর্দক?

ডি বি এস সার্জারিতে সাধারণত বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগে। বেশির ভাগ সময় জেগে থাকতে হয়। বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের উভয় পার্শ্ব একটি করে ইলেকট্রোড পৌঁছান করতে হয়। ইলেকট্রোড কে যথহানে রাখার জন-মাথার খুলিকে একটি কাঠামোর সাহায্যে-হিঁ রাখা হয়। খুলির উভয় পার্শ্ব একটি করে ছোট ছিদ্র করা হয় যাতে ইলেকট্রোড পৌঁছান করা যায়। তারপর, প্রতিটি ইলেকট্রোডের তার চামড়ার সুড়ঙ্গ পথে বের করে বকের চামড়ার নিচে অবহিত পেসমেকারের মত যন্ত্রের (নিউরো স্টিমুলের) সাথে সংযুক্ত করা হয়।

## এওঈও ডক ঘষ?

ডি বি এস সার্জারির পর একটি যন্ত্রের সাহায্যে-উদ্দীপনার সর্বোৎকৃষ্ট মাত্রা নিরূপণের প্রয়োজন হয় যা নিউরো স্টিমুলেটর ও ঔষধের মধ্যে-সংযোগ রক্ষা করে। সাধারণত ডি বি এস সার্জারির ৩ থেকে ৬ মাস পর যথাযথ উদ্দীপনায় পৌঁছানো যায়।

## কঠর্জর্দক এউব অর্জর্তর্কঠর্জর্দক উওঠর্উও ডক?

ডি বি এস সার্জারির পর রোগী নিম্নোক্ত উপকার সমূহ পেতে পারেঃ

- বন্ধকালীন অফ পিরিয়ড
- বন্ধকালীন ও কম মাত্রার ডিসকাইনেশিয়া
- ঔষধের ডোজের হ্রাস
- চলাফেরার সাথে জড়িত নয় এমন লক্ষণসমূহের উন্নতি যেমন ব-খা, বিষন্নতা অথবা ঘুম
- জীবন যাপনের মান উন্নয়ন

## দর্ঘর্ষ এেছর্দর্দ উওঠর্উও ডক?

সময়ের সাথে ডি বি এস অন পিরিয়ড ও ডিসকাইনেশিয়ার উন্নয়ন করতে থাকে। তবে, ডি বি এস পি ডি (চউ)রোগটি নিরাময় অথবা এর অগ্রসরতা বন্ধ করতে পারে না।